গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

"জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০" উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব রওনক মাহমুদ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	০২/০৭/২০২০ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা.
স্থান	:	সভা কক্ষ (২য় তলা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

সভায় অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেয়া হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। শুরুতেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে সরকারের মন্ত্রী, সচিব এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফিরাতসহ বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সকলের আশু রোগমুক্তি কামনা করা হয়। তিনি জানান যে, কোভিড ১৯ মহামারীর ফলে এ বছর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় কার্যপত্র অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব কে অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত সচিব জানান যে, মুজিববর্ষে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ জুলাই মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে উদযাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। অত:পর তিনি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপনে গৃহীত খসড়া কর্মসূচিসমূহ আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সভায় উপস্থাপন করেন। সভার সভাপতি মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর প্রস্তাবিত কর্মসূচি সম্পর্কে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা বিষয়ে জানানোর জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কে অনুরোধ করেন।

মহাপরিচালক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর খসড়া কেন্দ্রিয় কর্মসূচিসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য গত ৩০ জুন ২০২০ তারিখ প্রস্তুতিমূলক সভা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ১০টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি গৃহীত খসড়া কেন্দ্রিয় কর্মসূচিসহ সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে উপস্থাপনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) কে অনুরোধ করেন। উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) দিবস অনুযায়ী/দিন ভিত্তিক কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে লোক সমাগম করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া বিগত বছরের ন্যায় লোক সমাগম হয় এমন কর্মসূচিও গ্রহণ করা যাবে না বিধায় টিভিসি'র মাধ্যমে প্রচারণা এবং বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রতিদিনই মৎস্য সেক্টরের সাম্প্রতিক অর্জন ও সাফল্য বিষয়ে আলোচনা সভা/টকশো'র আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিতব্য আলোচনা সভা/টকশো এবং টিভিসি'র মাধ্যমে প্রচারণার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত সকলকে আহবান জানান। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক জানান যে, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'মৎস্য প্রযুক্তি মেলা' ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে চলতি বছর এ কর্মসূচির পরিবর্তে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংরক্ষিত দেশীয় ও বিলুপ্ত প্রজাতির মাছের জার্মপ্লাজম হতে হ্যাচারি মালিকদেরকে পোনা বিতরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ মৎস্য চাষীর জন্য অত্যন্ত সম্মানের। তাই এ বছরও জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি সদয় বিবেচনার অনুরোধ জানান। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, বিএফডিসি'র পরিচালক রশিদ আহমদ, নৌ-পুলিশের ডিআইজি জনাব মো: আতিকুল ইসলাম, কোস্ট গার্ডের প্রতিনিধি লে: কমান্ডার রাসেল হাওলাদার, মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ শ্রিম্প ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি,

ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এবং মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিসহ উপস্থিত অনেকেই জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদান, সংলকন প্রকাশনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান। বিটিভি প্রতিনিধি জনাব রবিন জানান যে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে কোন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমতি থাকলে অবশ্যই সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে করবেন বলে বিভিটি প্রতিনিধি জানান।

সভায় উপস্থিত সকলের আলোচনা ও মতামতের প্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

১.১ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচি (পরিশিষ্ট-খ) এবং জেলা ও উপজেলা কর্মসূচি (পরিশিষ্ট-গ) সংশোধিত আকারে সভায় অনুমোদিত হয়।

১.২ প্রামাণ্য চিত্র প্রর্দশনে / TVC প্রচারে মৎস্য সেক্টরের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক অর্জন ও সাফল্যসমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ এবং বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সর্বাধিক/সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করার বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। ঢাকা মহানগরের পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও TVC প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ নৌ-পুলিশ তাঁদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা ব্যতিত নৌ-র‍্যালির আয়োজন করবে। বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন তাঁদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্ণফুলী নদীতে নোঙ্গরকৃত সমুদ্রগামী মাছধরার ট্রলারসমূহে ব্যানার ফেস্টুন লাগানোর পাশাপাশি আলোকসজ্জায় সজ্জিত করবে।

১.৩ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষ্যে বঙ্গভবন, গণভবন, জাতীয় সংসদ ভবন লেক, ধানমন্ডি লেক ও সাংগাম লেকে পোনামাছ অবমুক্ত করা হবে। তবে বঙ্গভবন ও গণভবন লেকে কার্প/রুই জাতীয় মাছের পোনার পাশাপাশি মহাশোল ও চিংড়ির পোনা অবমুক্ত করা হবে। মহাশোল মাছের পোনা মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরবরাহ করবে।

১.৪ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিনামূল্যে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ/ বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে হ্যাচারি মালিক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে জার্ম-প্লাজম বিতরণ করা হবে।

১.৫ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর উদ্বোধনী দিবসে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বহুল প্রচারিত জাতীয় ৫ (পাঁচ) টি দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহোদয় এর বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.৬ মৎস্য সপ্তাহের সংকলন প্রকাশের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিলম্ব হলেও সংকলন প্রকাশিত হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে সভাপতি অনুরোধ জানান।

১.৭ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ও গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বিটিভি কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১.৮ মৎস্য খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র (অনুর্দ্ধ ৪ মিনিট সময়কাল) ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং জেলা/উপজেলায় প্রদর্শনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.৯ বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, বিএফডিসি-র চেয়ারম্যান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিএফআরআই এর মহাপরিচালক, বেসরকারি ব্যক্তি

বা উদ্যোক্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন অংশীজনের উপস্থিতিতে ৬ (ছয়) দিন ব্যাপি মৎস্য সেক্টরের সাম্প্রতিক অর্জন ও সাফল্য বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.১০ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত বর্তমান সরকারের মৎস্য খাতের বিশেষ বিশেষ সাফল্যের প্রামাণ্যচিত্র ঢাকা মহানগরসহ (ফার্মগেট, বাহাদুরশাহ পার্ক) জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনের লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.১১ বিজ্ঞাপন প্রচারসহ মৎস্য সপ্তাহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ওয়ার্ল্ড ফিশ, নৌ-পুলিশ, ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, ফিড ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফিশ এন্ড শ্রীম্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন সহ অন্যান্য সংস্থা সম্পৃক্ত হবে।

২.১ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর স্লোগান হিসেবে **''মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি''** সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২.২ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপনে ২০১৯ সালে অনুমোদিত জেলা কমিটি, পার্বত্য জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি সংশোধিত আকারে (পরিশিষ্ট-ঘ) অনুমোদিত হয়। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করবে।

২.৩ গৃহীত কর্মসূচি বহুল প্রচারের জন্য মোবাইলে এসএমএস প্রেরণের বিষয়ে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চেয়ারম্যান, বিটিআরসি-কে পত্র প্রেরণ করা হবে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর টেক্সট প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার প্রদানের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা পযালোচনা করে শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাপতি জানান। জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে মাছের পোনা অবমুক্তকরণসহ সকল কর্মসূচিতে কোভিড ১৯ মহামারীকে বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

02/9/2020

(রওনক মাহমুদ)
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়